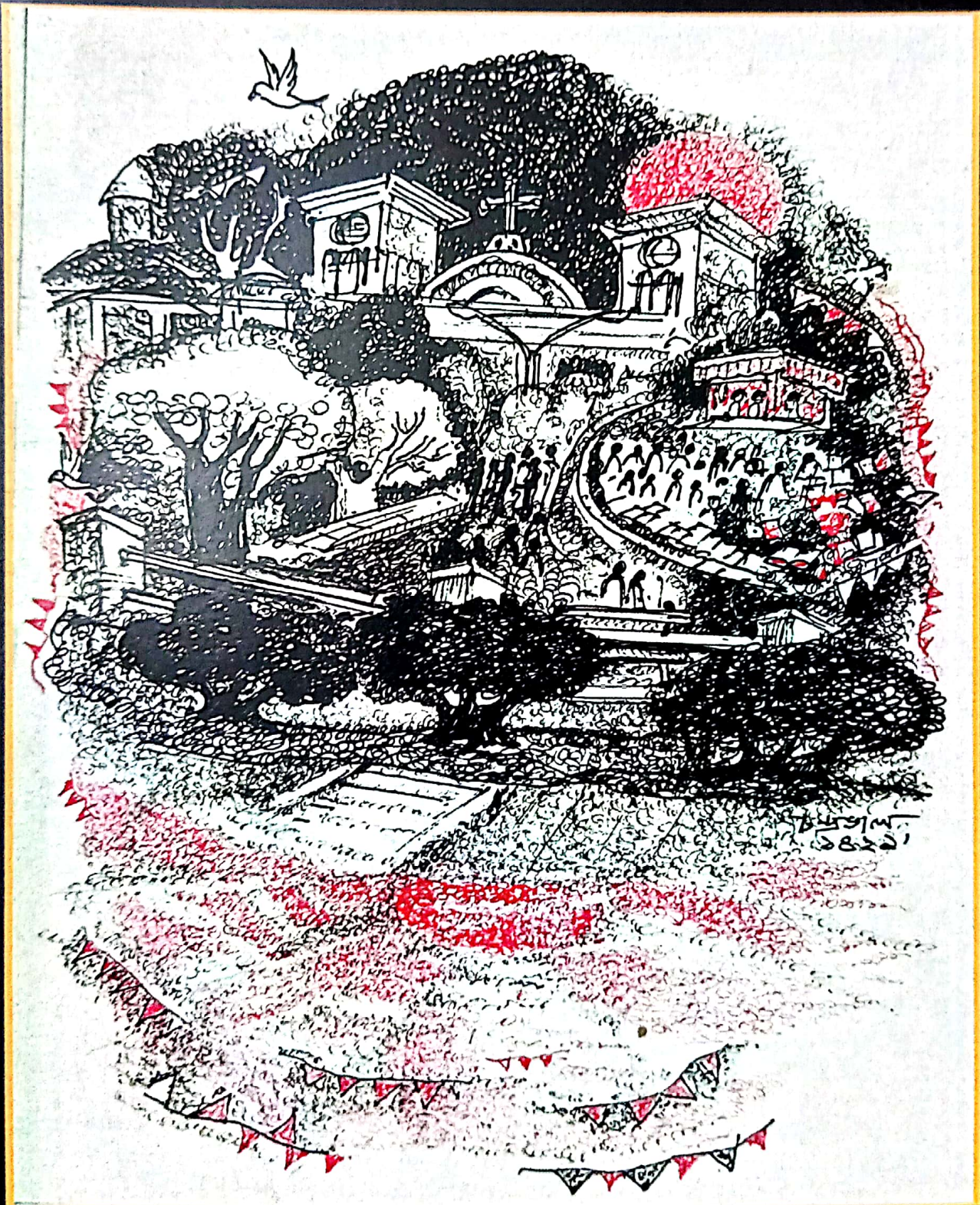


চন্দননগর ইম্পাত সংঘ
সাংস্কৃতিক মুখপত্র

আবিস্কার

৩০ তম বর্ষ, ২২ তম চন্দননগর বইমেলা সংখ্যা



আবিষ্কার

আবিষ্কার

সাহিত্য সাংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

চন্দননগর ইম্পাত সংঘ এর সাংস্কৃতিক মুখপত্র

৩০তম বর্ষ ২২তম বইমেলা সংখ্যা উপলক্ষে প্রকাশিত

২৩ শে ডিসেম্বর ২০২২

সম্পাদক : সন্দীপ ঘোষ

প্রচ্ছদ : চন্দ্রভাল মুখার্জী

॥ সূচীপত্র ॥

পত্রিকার কথা

কবিতা

তোমার অপেক্ষায় - অনিতা হাজারী	৭
ছেলেটা - ঈশানজিত সরকার	৮
দুটি কবিতা - কস্তুরী রায়	৯
কয়েকটি কবিতা - জগদীশ শর্মা	১০
ফিরদৌস - তাপস দাস	১২
দুটি কবিতা - তুষিত গুহ	১৩
‘ট্রেড অন মাই ড্রিমস’ - তিয়াসা দত্ত	১৫
দুটি কবিতা - পত্রলেখা বসু	১৬
সপ্তডিঙা ভাসল জলে - মৌসুমী সাহা	১৭
রূপচর্চা - সূর্য সেনগুপ্ত	১৮
বিরসা - সৌমেন গাঙ্গুলী	১৯
প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত রচনা	
চন্দননগরে ফরাসি ইন্সটিটিউট ইন্ডিয়া কোম্পানির আর্থিক ইতিহাস - ডঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১
বিনুকের পেটে মুক্তা - ডঃ রবীন্দ্রনাথ শাসমল	৩১
ধারাবাহিক রচনা -	
ওরাও স্বপ্ন দেখে - মন্দিরা মুখার্জী	৩৯
আমার কথা - পিয়ালী বসাক	৪১
গল্প	
আমি আছি - অনন্যা চট্টোপাধ্যায়	৪৫
শিক্ষা - দেব মুখার্জী	৪৯
মেজোমামা ভানগড়ে - পিয়ালী গোস্বামী	৫১
স্বপ্নওয়াল - ভারতী ঘোষ	৫৬
এই জীবন এই দহন এই উত্তরণ - মালা দত্ত	৬৩
অব্যক্ত - স্নেহা শাসমল	৬৮
শেষ নেই যার - সুমী ভট্টাচার্য	৭২
শোকলিখন	
আমাদের প্রিয় দেবুজেরু - মন্দিরা ব্যানার্জী	৭৮

পত্রিকার কথা

‘আবিষ্কার’ পত্রিকার নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হল। ইস্পাত সংঘ আয়োজিত চন্দননগর বইমেলা উপলক্ষ্যে এই বিশেষ সংখ্যা। অতিমারীজনিত কারণে গত বছর বইমেলা হতে পারে নি। চন্দননগরের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে এই মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। ফলে এবার বইমেলা সমস্ত সাহিত্য অনুরাগী পাঠকের কাছেই আনন্দের বার্তা বহন করে নিয়ে থাকবে এমন আশা করা যায়। ‘আবিষ্কার’ পত্রিকার নতুন সংখ্যা সেই আনন্দের অংশ পেতে চায়।

প্রতিবারের মত এবং ইস্পাত সংঘের নিজস্ব প্রতীতি অনুযায়ী ‘আবিষ্কার’ পত্রিকা প্রধানতঃ যাঁরা সদ্য সাহিত্যচর্চা করছেন তাঁদের উৎসাহ প্রদানে বদ্ধপরিকর। এই সংখ্যাতেও তার প্রমাণ রয়েছে গেছে পাতায় পাতায়।

পাঠককে অনুরোধ করব এভারেস্ট বিজয়িনী পিয়ালী বসাকের রচনাটির দিকে নজর দিতে। কী কঠোর পরিশ্রমে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পদার্পণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়, এই ধারাবাহিক রচনাটির প্রথম পর্যায়ে সেই অভিজ্ঞতা ধরা রইল। ইতিহাসবিদ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দননগরের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিস্মৃত ইতিহাসের এক অধ্যায় পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। স্থানিক ইতিহাস চর্চায় এই ধরনের লেখার প্রয়োজনীয়তা, বলা বাহুল্য, অনস্বীকার্য। এই লেখার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আগামী কয়েকটি সংখ্যায় আমরা চন্দননগরের নানান দর্শনীয় স্থান এবং ঐতিহাসিক স্মারক বিষয়ে মূল্যবান রচনা প্রকাশ করতে থাকব।

পত্রিকার প্রচ্ছদকার শিল্পী চন্দ্রভাল মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই। ‘আবিষ্কার’ পত্রিকা চন্দননগর ইস্পাত সংঘের সাংস্কৃতিক মুখপত্র। চন্দননগর বইমেলা যথাযথভাবে উপভোগ করার জন্য পাঠকদের অভিনন্দন জানাই।

আমার কথা

পিয়ালী বসাক

আমি পিয়ালী, পিয়ালী বসাক - আপনাদের ঘরের মেয়ে, কাছের মেয়ে
ঈশ্বরের অপার করুণায় আর আপনাদের ভালোবাসায় আজ আমি অসম্ভবকে সম্ভব
করেছি, দেশের নাম উজ্জ্বল করেছি।

খুব ছোটবেলায় পাঁচ বৎসর বয়সে পাশের বাড়ি থেকে কিশলয় বই এনে
মা আমাকে গল্প শোনাতেন ‘এভারেস্ট জয়’ থেকে। তেনজিং নোরগে, এডমন্ড
হিলারী’র সেই প্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ের কাহিনী। মায়ের মুখে গল্প শুনতে শুনতে
আমি হারিয়ে যেতাম, পাহাড়ের কোলে, তাঁদের সাথেই যেন পাহাড় বেয়ে উঠে
যেতাম। বাবা-মা’র কাছে আবদার করলাম, ‘আমিও পাহাড়ে উঠবো মা, ওঁদের
মতো।’ কিন্তু পাহাড়ে ওঠার জন্য সঠিক ট্রেনিং চাই। বাবা-মা তখন এতোসব কিছু
জানতেন না, তাই আমাকে পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যেতেন।

কেদারবদ্রী, বৈষ্ণোদেবী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, রোটাংপাস, অমরনাথ অনেক
জায়গায় নিয়ে গেছেন। আমি মা-বাবার আগে আগে দৌড়ে দৌড়ে পাহাড়ে উঠে
যেতাম, আবার দৌড়ে দৌড়ে মা-বাবার কাছে চলে আসতাম। এভাবে ১৪/১৫
কিলোমিটার রাস্তা ৩/৪ বার করে ওঠানামা করতাম। কখনো কখনো খাড়াই
পাহাড়ের গা বেয়েও উঠে যেতাম, একটুও ক্লান্তি আসতো না। এভাবেই শুরু
হয়েছিল আমার পাহাড়ে ওঠা।

তারপর ৯ বৎসর বয়সে অপূর্ব চক্রবর্তী স্যারের হাত ধরে আমার পর্বত অভিযানের
ট্রেনিং শুরু হয়। কিভাবে পাহাড়ে উঠতে হয়, পাহাড়ে ওঠার সরঞ্জাম কিভাবে
ব্যবহার করতে হয় - ধীরে ধীরে এসব আমি শিখতে শুরু করি।

এরপর ২০০৮ এ দার্জিলিং-এ হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট --
তেনজিং নোরগে ১৯৫৩ সালে আরোহণ করার পর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য
সরকারের উদ্যোগে যেটি প্রতিষ্ঠা করা হয় -- সেখান থেকেই আমি পর্বতারোহণের
বিভিন্ন ট্রেনিং গুলি নিতে শুরু করি। এই যে আমি অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টে উঠতে
পেরেছি - এর ট্রেনিং ও আমি সেখানে নিয়েছি। একটা বড় ঘরে অক্সিজেন কম করে,
বাতাসের চাপ কমিয়ে, সেখানে খাওয়া-দাওয়া, ঘুমোনা সব কিছুরই ট্রেনিং দেওয়া
হয়। আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কীভাবে কাজ করছে - তার ডাক্তারি
পরীক্ষাও করা হয়। আমাদের দেশে এরকম ট্রেনিং দেবার বেশী জায়গা নেই, বিদেশে

অক্সিজেন